রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুন ২৫, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অবা-১ শাখা

আদেশ

তারিখ, ২৩ জুন ২০০৫/৯ আষাঢ় ১৪১২

এস, আর, ও নং ১৮৬-আইন/২০০৫।—Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর section 3 এর sub-section (1) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, আমদানি নীতি আদেশ, ২০০৩—২০০৬ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত আদেশ এর—

(ক) প্রথম অধ্যায়ের "প্রারম্ভিক" অংশের উপ-অনুচ্ছেদ ২.১.২১ এর পর নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ ২.১.২২, ২.১.২৩ ও ২.১.২৪ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"২.১.২২ "অন্ট্রাপো বাণিজ্য' অর্থ অন্ততপক্ষে ৫% অধিক মূল্যে (আমদানি মূল্য অপেক্ষা) আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানি করা হইলে এইরূপ বাণিজ্যকে অন্ট্রাপো বাণিজ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে না। অন্ট্রাপোর আওতায় পণ্য বন্দর সীমানার বাহিরে আসিবে না। তবে বিশেষ অনুমোদনক্রমে পণ্য বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাইতে পারে।

২.১.২৩ "পুনঃরপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে গুণগতমান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্য আমদানি মূল্যের সহিত ন্যূনতম ১০% মূল্য সংযোজনপূর্বক রপ্তানি করাকে বুঝাইবে ;

২.১.২৪ উপ-অনুচ্ছেদ ২.১.২২ ও ২.১.২৩ এ বর্ণিত অন্ট্রাপো ও পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে "আমদানি মূল্য" অর্থ বাংলাদেশের বন্দরে অন্ট্রাপো/পুনঃরপ্তানির জন্য আমদানিকৃত পণ্যের সিএন্ডএফ মূল্য ;";

মূল্য ঃ টাকা ১.০০

(খ) চতুর্থ অধ্যায়ের "বিবিধ বিধানাবলী" অংশের উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.৩ ও ১৪.৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ ১৪.৩ ও ১৪.৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

১৪.৩ **অন্ট্রাপো বাণিজ্যের লক্ষ্যে আমদানি**—আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে প্রদত্ত Import Permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অন্ট্রাপো বাণিজ্যের নিমিত্ত পণ্য আমদানি করা যাইবে। আমদানি ও রপ্তানি বন্দর একই হইলে আমদানিকৃত পণ্য বন্দরের বাহিরে নেওয়া যাইবে না, ভিন্ন হইলে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ/১০০% ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তরপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করিতে হইবে। অন্ট্রাপো আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণায় অন্ট্রাপো বা সাময়িক আমদানি (Temporary Import) কথাটি উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৪.৪ **পুনঃরপ্তানির লক্ষ্যে আমদানি**—আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে প্রদত্ত Import Permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুলকর পরিশোধ/১০০% ব্যাংক গ্যারান্টি/বন্ডেড ওয়্যারহাউজ এর আওতায় ১০০% রপ্তানির উদ্দেশ্যে যে কোন পণ্য আমদানি করা যাইবে। আমদানিকৃত পণ্য পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করিয়া পুনঃরপ্তানি করিতে হইবে। পুনঃরপ্তানি পণ্যের প্যাকেট বা মোড়কে "বাংলাদেশে প্রক্রিয়াকৃত" বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। তাহাছাড়া পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ, প্যাকিং-এর তারিখ, প্যাকিং-এর মধ্যে কি আছে তাহা প্রতিটি পাত্র/কন্টেইনার/মোড়কের গায়ে লিপিবদ্ধ/ছাপানো থাকিতে হইবে।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুস সামাদ
উপ-সচিব (আইআইটি-২)।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।